উপদেশ দান ও অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা

﴾ النصيحة ﴿

[bengali বাংলা - - البنغالية]

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

النصيحة

« باللغة البنغالية »

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

উপদেশ দান ও অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা

আন নাসীহা বা নসীহত শব্দের অর্থ হল : উপদেশ দেয়া , কল্যাণ কামনা করা। যার কল্যাণ কামনা করা হয় তাকেই উপদেশ দেয়া হয়। এ অধ্যায়ে নসীহত অর্থ হল , কল্যাণ কামনা। নসীহতের বিপরীত হল : ধোঁকাবাজী , প্রতারণা , খেয়ানত , ষড়যন্ত্র , হিংসা -বিদ্বেষ ইত্যাদি।

মানুষের বিবাদ gx মাংসা করাও একটি নসীহত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

ۋ ۉ ۋ ۅ ۅۅ ۋ ۋ ۏ ۓ الحجرات: ١٠

মুমিনগণ পরস্পর ভাই অতএব , তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধন-মীমাংসা করে দাও। (সূরা আল হুজুরাত , আয়াত: ১০)

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে নূহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন , নূহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

گ گ الأعراف: ٦٢

আমি তোমাদের উপদেশ দেই ও কল্যাণ কামনা করি। (সূরা আল আরাফ, আয়াত : ৬২)

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে নবী হূদ আলাইহিস সালাম -এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। হূদ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

ڀ ڀ ٻ ٻ الأعراف: ٦٨

আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত কল্যাণকামী - উপদেশ দাতা। (সূরা আল আরাফ, আয়াত : ৬৮)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল **:**

এক. ঈমানদারগণ একে অপরের ভাই। তাই তারা অবশ্যই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে। এক ভাই তার অপর ভাইয়ের জন্য অকল্যাণ কামনা করে না বা করতে পারে না কখনো।

দুই . সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব হবে দীনি ভ্রাতৃত্ব। এটি রক্ত সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রক্ত সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্বের মধ্যে যদি দীন না থাকে তবে সেটা আল্লাহর কাছে কোন ভ্রাতৃত্ব বলে স্বীকৃতি পায় না।

তিন. মুসলিমরা যখন একে অপরের ভাই , তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। এটা কল্যাণকামিতার একটি দিক।

চার . সকল নবীই মানবতার কল্যাণ কামনা করেছেন। এ জন্য কল্যাণকামিতাই হল আসল ধর্ম।

হাদীস **-১.**

1- عن أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بن أَوْس الــدَّارِيِّ رضي اللَّه عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ « لِلَّه وَلِكِتَابِهِ ولِرسُولِهِ وَلأَئمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » رواه مُسْلم .

আবু রুকাইয়া তামীম ইবনে আউস আদ দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ধর্ম হল নসীহত বা কল্যাণকামিতা। আমরা বললাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের নেতৃবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. ইসলাম ধর্মের মূল কথা হল অপরের কল্যাণ কামনা। তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ধর্ম হল কল্যাণ কামনা করা।

দুই. পাঁচ প্রকার সত্ত্বার জন্য কল্যাণ কামনা করতে হবে।

প্রথমত: আল্লাহ তাআলার জন্য কল্যাণ কামনা। প্রশ্ন হতে পারে আমরা মানুষ হয়ে মহান আল্লাহ –যিনি সকল কল্যাণের স্রষ্টা ও মালিক- তাঁর জন্য কিভাবে কল্যাণ কামনা করব? আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনা হল: তাকে সর্ব বিষয়ে প্রভু-পালনকর্তা বলে স্বীকার করা। তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত না করা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক-সমকক্ষ জ্ঞান না করা। তাঁর গুণাবলিগুলো অবিকৃতভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর আদেশগুলো মেনে চলা। নিষেধগুলো বর্জন করা। তাঁর জন্য বন্ধুত্ব, তাঁর জন্য শত্রুতা পোষণ করা। তাঁর নেআমাতসমূহের শোকরিয়া আদায় করা।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কিতাবের জন্য জন্য কল্যাণ কামনা হল: আল কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করা। তা অবিকৃত বলে বিশ্বাস রাখা। তেলাওয়াত বা অধ্যায়ন করা। এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা।

তৃতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য কল্যাণ কামনা হল: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলার রাসূল বলে বিশ্বাস করা, তাঁর আদেশ, নির্দেশ ও আদর্শ অনুসরণ করা, তাঁকে ভালবাসা।

[illegible]

[illegible] –[illegible].

2- عَنْ جرير بْنِ عبدِ اللَّه رضي اللَّه عنه قال : بَايَعْتُ رَسـولَ اللَّه صَـلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلى : إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكلِّ مُسْـلِمٍ . متفقٌ عليه .

[illegible]

[illegible] –[illegible].

3- الثَّالثُ : عَنْ أَنَسٍ رضي اللَّه عنه عن النـبيِّ صَـلّى اللـهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قال : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » متفقٌ عليه .

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে যা নিজের জন্য করে। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:
এক. কল্যাণ কামনার একটি দিক হল, নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা অপরের জন্যও পছন্দ করা। যদি কারো মধ্যে এ গুণটি অর্জন না হয় তাহলে সে অপরের জন্য কল্যাণকামি বলে বিবেচিত হবে না। কল্যাণ কামনার নামই তো দীন। এ গুণটি না থাকলে এমনকি সত্যিকার ঈমানদার বলেও গণ্য হবে না। তাই হিংসুক ব্যক্তি কখনো কল্যাণকামি হতে পারে না। কারণ, সে অন্যের কল্যাণ হোক তা চায় না। সে সর্বদা নিজের কল্যাণ চায়।
দুই. যে ব্যক্তি সর্বদা নিজের স্বার্থের জন্য কাজ করে সে কল্যাণকামি হতে পারে না। তাই স্বার্থপরতা কল্যাণ কামনার পথে একটি বড় বাধা। যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তা পছন্দ না করলে সে-ই স্বার্থপর। এ গুণটি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। মুসলিম জীবনে এ গুণটির অভাব সবচেয়ে বেশী। এ গুণটি না থাকার কারণে আমরা সর্বক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হই। অথচ এ গুণটিকে ঈমানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এটি ঈমানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে এ গুণটি অর্জন করার তাওফীক দান করুন।

we: `ª: Bgvg beex in. msKwjZ wiqv`ym mv‡jnxb wKZve †_‡K GKwU Aa¨v‡qi Abyev` I e¨vL¨v|

সমাপ্ত